(২) 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে হংসপদিকার গানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

Ans :- প্রত্যেক নাটকে একটা চূড়ান্ত পরিণতি থাকে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নাট্যকারকে কিছু নতুন ঘটনা এবং চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটাতে হয়। সেই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রগুলির পারস্পরিক সংঘাত ও দেখাতে হয়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টির পেছনে নাট্যকারের বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। শকুন্তলা নাটকে হংসপদিকার গানের মাধ্যমেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদ্দেশ্য সাধন করা হয়েছে।

চতুর্থ অঙ্কের শেষ দিকে স্নেহপ্রবণ পিতা মহর্ষি কণ্বর কাছ থেকে শকুন্তলা যখন বিদায় নেন তখন এই ভেবে আমাদের হৃদয় আশঙ্কিত হয় যে, দুষ্যন্ত এই আদুরে কন্যাকে কিভাবে গ্রহণ করবেন। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার মতো আমরাও দূর্বাসার অভিশাপের কার্যকারিতা বুঝতে পারি না। বরং আংটি ফিরে পেলে সমস্ত আশঙ্কার অবসান হবে এরকম একটা আশাও আমরা মনে মনে পোষন করি। কিন্তু পঞ্চম অঙ্কের শুরুতেই সেই আশা দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। রাজার অন্তঃপুর থেকে ভেসে আসে হংসপদিকার বেদনার্তি যুক্ত একটি গান। —

—"অভিনবমধুলোলুপ স্তং তথা পরিচুম্ব্য চূতমঞ্জরীম্।
কমলবসতিমাত্রনির্বৃতো মধুকর বিস্মৃতোহস্যেনাং কথম্॥"

আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, শকুন্তলাকে উদ্দেশ্য করেই এই গানের অবতারণা। চূতমঞ্জরী

(আশ্রমকন্যা) হল যৌবনপূর্ণ কমনীয়তা ও সৌন্দর্যের প্রতীক শকুন্তলা। মধুকর হচ্ছেন রাজা দুষ্যন্ত, যার কাজ হচ্ছে এক ফুল থেকে আর এক ফুলে মধু সংগ্রহ করার মতো এক নারী থেকে অন্য নারীতে চলে যাওয়া। কমল বসতি হচ্ছে দুষ্যন্তের অন্তঃপুরে অবস্থান। অন্তঃপুরে আসামাত্র তিনি শকুন্তলাকে কি করে ভুলে গেলেন — এটাই এই গানের অন্তর্নিহিত অর্থ।

দুষ্যন্ত অন্যভাবে গানের অর্থ বুঝেছেন। তিনি ভেবেছেন — রানী বসুমতীর কাছে থাকার জন্য হংসপদিকা নিপুন ভাবে তাকে তীরস্কার করেছেন। এই তীরস্কার প্রাপ্তি দুষ্যন্তের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা অভিজ্ঞতা। কিন্তু আমাদের মন বেদনাতুর হয়ে ওঠে যখন দেখি গান শুনেও দুষ্যন্তের ইষ্টজনের কথা মনে পড়ছে না। তিনি বেশ উদবিগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁর কথা 'ইষ্টজনবিরহাদৃতে' আমাদের মনে ক্ষীণ আশা জাগিয়ে যায়।

হংসপদিকার গান রাজার মনকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেছে যা নাটকীয়তার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাজার এইরকম পর্যাকুল মানসিক অবস্থার পরেই তিনি তপোবন থেকে আগত শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, ও গৌতমীকে স্বাগত জানিয়েছেন। তখন রাজার মনে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। দুষ্যন্তের চরিত্রে পঞ্চম অঙ্কের মতো আর কোথাও এত আকর্ষণীয় নয়। এর জন্য হংসপদিকার গানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজা যখন গভীর ও অস্পষ্টভাবে ইষ্টজন বিরহের কথা ভাবছেন কিন্তু স্মরণ করতে পারছেন না, ইষ্টজনটি কে, তখনই শকুন্তলাকে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছে দুষ্যন্ত হয়তো তাকে চিনতে

Scanned by CamScanner

পারবেন, কিন্তু অভিশাপ ছিল অবিকৃতের বলবান, তাই শকুন্তলার কথা সত্য বলে মনে হলেও দুষ্মন্ত তাকে চিনতে পারেননি। পরশ্রী বলে তিনি শকুন্তলা কে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সেইরকম নাটকীয়তা সৃষ্টি করে ঘটনা প্রবাহকে আকর্ষণীয় করার জন্য হংসপদিকার গানের অবতারণা করা হয়েছে।

হংসপদিকার গানের দ্বারা দ্বিতীয় আর একটি উদ্দেশ্য সাধন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কে দুষ্মন্ত শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর গোপন প্রণয়ের কথা বিদূষকের কাছে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি বলেছিলেন - কন্যাটি পরিহাসমাত্র, সেতে সত্যতা কিছু নেই। সেইরকম পরিস্থিতিতে কণ্ব শিষ্যদের সঙ্গে শকুন্তলার অবস্থান কালে বিদূষক যদি সেখানে উপস্থিতে থাকতেন, তাহলে তিনি হয়তো মিথ্যা কথা বলার জন্য দুষ্মন্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতেন এবং শকুন্তলার সঙ্গে রাজার পূর্বপ্রণয়ের স্বীকারোক্তি সেখানে প্রকাশ করতে পারতেন। তাতে অযথা জটিলতা বৃদ্ধি পেত এবং নাটকটিকে যথাযথ পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া অসুবিধা জনক হত। শুধু তাই নয়, মিথ্যা প্রমাণীত হলে রাজার চরিত্র কলঙ্কিত হত। এই জটিলতা এড়ানোর জন্যই সুচতুর ভাবে হংসপদিকার গানের অবতারণা করা হয়েছে। গান শুনে রাজার মনে হয়েছে হংসপদিকা খুব নিপুণ ভাবে তাকে তিরস্কার করেছেন এবং উপযুক্ত পারিতোষিক বৃত্তির দ্বারা হংসপদিকাকে শান্ত করার জন্য তিনি বিদূষককে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দেন। বিদূষক যাওয়ার সময় জানান হংসপদিকার

হাত থেকে তিনি সহজে নিস্তার পাবেন না এবং বেশ কিছু সময় ধরে তার হাতে যাতনা সইতে হবে। এতে বিদূষককে শকুন্তলার কথা শোনা থেকে শুধু বিরতই করা হল না, দীর্ঘক্ষণের জন্য মূল ঘটনার বাইরেও রাখা হল যাতে কথাবস্তুর সামঞ্জস্যে তার আসার সম্ভাবনাই না থাকে।

হংসপদিকার গান তৃতীয় আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক নির্দেশ করে। এতে রাজার প্রণয়ের প্রাত্যহিক স্বভাব প্রকটিত হয়েছে। এটা দুষ্মন্তের অভ্যাস মৌমাছির মতো, একফুল থেকে আর এক ফুলে মধু সংগ্রহ করার মত, এক নারী থেকে অন্য নারীতে চলে যাওয়া। যদিও অবচেতনে শকুন্তলার স্মৃতি অজ্ঞাতভাবে কাজ করার ফলে তিনি উদাসীন হয়েছেন। কিন্তু হংসপদিকার জন্য তার অনুভূতি অনেকটাই কীতল। এগুলি তার জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনা। কাজেই হংসপদিকার গান প্রমান করে যে দুর্বাসার শাপের দ্বারা যা ঘটানো হয়েছে, তা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, দুষ্মন্তের স্বভাবের মধ্যেই তার বীজ নিহিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – 'কাব্যের যাহাকে আকস্মিক বলিয়া দেখানো হইয়াছে, আসলে তাহা প্রাকৃতিক।'

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, হংসপদিকার গান কালিদাসের উদ্ভাবনী শক্তির এক অনবদ্য সৃষ্টি। এর মাধ্যমে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের ভূমিকা প্রস্তুত করে নাটকটিকে climax -এ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সেছাড়া বিদূষককে সরিয়ে রেখে জটিলতা থেকে নাটকের কাহিনীকে মুক্ত করা হয়েছে। সেখানে রাজার চরিত্রের

Scanned by CamScanner

কিছুটা আভাস দেওয়া হয়েছে। তা না হলে স্মৃতি ফিরে পাওয়ার পর দুষ্যন্তের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন এবং সুস্থ মানবিক বোধের উত্তরণ ঠিকভাবে বোঝা যেত না। নাটকের যে মূল Theme দেহগত প্রেমকে দেহাতীত এক মঙ্গলময় শাশ্বত সৌন্দর্যলোকে উত্তীর্ণ করে দিয়ে একটা সামাজিক জীবনের পরিচয় দেওয়া তাও সম্ভব হত না। অতএব সমগ্র নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে হংসপদিকার গানের ভূমিকা অসামান্য।